ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ হাবিপ্রবিতে সহশিক্ষা কার্যক্রম

তানভির আহমেদ

প্রকাশিত: ০১:০০, ২৩ জুন ২০২৪

সহশিক্ষা কার্যক্রম

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) নতুন একটি বিভাগ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা উন্নয়ন অধ্যয়ন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তো বটেই, দেশের বাস্তবতায়ও অন্যান্য ডিসিপ্লিনের তুলনায় নবীন একটি ডিপার্টমেন্ট হিসেবে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। উত্তরের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হাবিপ্রবিতে ২০১৯ সালে ৩৯ জন শিক্ষার্থী ও ৫ জন শিক্ষক নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বিভাগটিতে ৫টি ব্যাচ চলমান আছে।

বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও শিক্ষকদের দৃঢ়চেতা মনোভাব ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিভাগটি অতি অল্প সময়ের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান চমকপ্রদ কাজের মাধ্যমে সাড়া ফেলে। এর মাধ্যমে তারা কারিকুলাম ও এর বাইরে নানান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করছে। প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এনজিও এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্সের আওতায় ফান্ড রেইজিং এর মাধ্যমে চাঁদের হাসি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে। যেখানে প্রায় ৬০ জন শিশুকে শিক্ষা সামগ্রী ও নতুন জামা কিনে দেওয়া হয়। পুরো কাজটি শিক্ষার্থীরা নিজস্ব দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনায় সম্পাদন করে।

পঠিত বিষয় ও কন্টেন্ট তাদের বাস্তবিক জীবনে কাজে আসছে বহুগুণে। ছাত্ররাজনীতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত হয়ে তা প্রয়োগ করতে পারছেন বলে জানান

শিক্ষার্থীরা। কালের পরিক্রমায় এখন সেসব ক্লাবে লিডিং পর্যায়ে আছেন অনেকেই। শুধু প্রথম ব্যাচ থেকেই ৪ জন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি ক্লাবকে লিড দিয়ে যাচ্ছেন সামনে থেকে।

তারা হলেন- হাবিপ্রবি গবেষণা সংসদের সভাপতি উম্মে ইলমা ফেরদৌস, সেইভ ইয়ুথ বাংলাদেশের কো-প্রেসিডেন্ট নুসরাত জাহান জেসি, হাবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মো. তানভির আহমেদ, সনাতন বিদ্যার্থী সংসদের সভাপতি তুষার চন্দ্র রায়। তারা সবাই হাবিপ্রবি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী।

পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম ও বিভাগ নিয়ে হাবিপ্রবি গবেষণা সংসদের সভাপতি উম্মে ইলমা ফেরদৌস বলেন, এই বিভাগে পড়াশোনার বিষয়বস্তু আমার বরাবরই ভীষণ ভালো লাগে।

সেইভ ইয়ুথের কো-প্রেসিডেন্ট নুসরাত জাহান জেসি বলেন, ‘ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেইভ ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি মনে করি। কেননা আমরা প্রত্যেক সেমিস্টারে যে কোর্সগুলো করে থাকি সে বিষয়গুলো নিয়েই সেইভে আরও বিস্তর আলোচনা হয়। যেমন- ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস, সোশ্যাল ভ্যালু, নরমস, লিডারশিপ, কমিউনিকেশন, প্রব্লেম সলভিং, কেস স্টাডি, দলগত কর্মক্ষমতা ইত্যাদি।

শুধু তারাই নন, তাদের মত আরও অনেকে শুধু প্রথম ব্যাচ থেকেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্লাটফর্মে ভালো অবস্থান থেকে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত।